আইপি

ভিআইপি

ই এস আই সি
চিন্তা থেকে মুক্তি

সামাজিক সুরক্ষার ভরসা
সুরক্ষিত ভবিষ্যতের বিশ্বাস

জীবনের নানা অনিশ্চয়তায়,
ধন্যবাদ, সঙ্গে আছে ইএসআইসি

কর্মচারী রাজ্য বীমা নিগম

Employees' State Insurance Corporation

www.esic.nic.in / www.esic.in / www.esicwestbengal.org

কর্মচারী রাজ্য বীমা নিগম (ই. এস. আই. সি.)

কর্মচারী রাজ্য বীমা আইন, ১৯৪৮ হল একটি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, যা সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত নিম্নতম শ্রমিকশ্রেণী থেকে আসা সুবিধাভোগীদের এবং কর্মচারীদের অসুস্থতাকালীন, প্রসবকালীন সময়ে, কর্মরত অবস্থায় আঘাত পেয়ে পঙ্গু/মৃত্যু হলে এবং কর্মহীন থাকাকালীন সামগ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং নগদ সুবিধা প্রদান করে থাকে। ভারতের একটি অগ্রগণ্য সামাজিক সুরক্ষা সংগঠন হল ই.এস.আই. কর্পোরেশন, যা তার যাত্রা শুরুর সময় থেকে ৬২তম বর্ষে পর্দাপণ করেছে এবং ভারতের সামাজিক সুরক্ষার মানচিত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

কারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে, যেমন সড়ক পরিবহন, হোটেল/রেস্তোরাঁ, সিনেমা, সংবাদপত্র, দোকান, শিক্ষাগত/চিকিৎসাগত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে ই.এস.আই. আইন, ১৯৪৮ প্রযোজ্য হবে যেখানে ১০ জন বা তার বেশি কর্মী কাজ করেন। অবশ্য কয়েকটি রাজ্যে এই সীমা ২০ পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া আছে। প্রতি মাসে ১৫০০০ টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক আয় করেন এরূপ কর্মীগণ ই.এস.আই. আইনের অন্তর্গত সামাজিক সুরক্ষার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবেন। কর্মীগণ তার পারিশ্রমিকের ১.৭৫% কন্ট্রিবিউট করেন এবং নিয়োগকর্তাগণ কর্মীদের প্রদেয় পারিশ্রমিকের ৪.৭৫% প্রদান করেন।

ক. রা. বী. নি. ঃ অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলেছে

কর্মচারী রাজ্য বীমা নিগমের স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প দেশব্যাপী নতুন নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। আজ এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য পরিষেবার নেটওয়ার্ক হিসেবে পরিগণিত, যা নিরন্তর বীমাকৃত ব্যক্তিদের ও তাঁদের পরিবারের নানারকম প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে চলেছে। এই প্রকল্পের অন্তর্গত ১৫১টি ইএসআই হাসপাতাল, ১৩৮৪টি ডিসপেন্সারি, ১২৭টি আইএসএম ইউনিট, ৪২টি ইএসআই অ্যানেক্স, ১২২৪টি প্যানেল ক্লিনিক, ৭৯৫৮ জন বীমাকৃত চিকিৎসা অধিকারী রয়েছেন। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয় নয়াদিল্লির সদর কার্যালয় ছাড়াও দেশব্যাপী আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ৬১টি ক্ষেত্রিয় (আরও)/উপ-ক্ষেত্রিয়/বিভাগীয় কার্যালয়ের (এসআরও/ডিও) মাধ্যমে। ৮০৮টি শাখা কার্যালয়/পে অফিস থেকে চিকিৎসা ব্যয় সম্পর্কিত নগদ টাকার সুবিধা পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত্রে ই.এস.আই. প্রকল্প

সংগঠিত শিল্পে এবং চাকরির অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে কর্মচারী রাজ্য বীমা প্রকল্প কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করে থাকে। ই.এস.আই. আইন, ১৯৪৮-এর ধারা ১(৩)-এর অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১৪ আগস্ট, ১৯৫৫ তারিখে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্প প্রথম চালু করা হয়। তখন থেকে এই প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ১৫টি জেলায় ২৯টি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিব্যাপ্ত। ৩১.০৩.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০,৭৩,৩০০ এবং বীমাকৃত ব্যক্তির সংখ্যা ১১,৪৭,৫০০ ও পরিবারের সদস্য সমেত ৪৩,৬৬,২৩৭ জন সুবিধাভোগী ই.এস.আই. প্রকল্পে নানাবিধ সুবিধা উপভোগ করে চলেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ৩১,৮৯০ জন নিয়োগকর্তা এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত। ই.এস.আই.সি, পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত্রের আঞ্চলিক কার্যালয় ৫/১, গ্রান্ট লেন, কলকাতা-৭০০০১২ তে অবস্থিত এবং যার অধীনে ৩৯টি শাখা কার্যালয়, ১টি পে অফিস আছে। ব্যারাকপুরে স্থিত উপ-আঞ্চলিক কার্যালয় ১৮টি শাখা কার্যালয় এবং দুর্গাপুরে অবস্থিত উপ-আঞ্চলিক কার্যালয় ৫টি শাখা কার্যালয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ইএসআইসি তার সুবিধাভোগীদের সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদানে নিরন্তর সচেষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ১৩টি রাজ্য-চালিত ইএসআই হাসপাতাল এবং জোকাতে একটি ইএসআইসি-চালিত হাসপাতাল ছাড়াও ৪৪টি সার্ভিস ডিসপেনসারি, ৮টি রাজ্য বীমা ঔষধালয়, ১৬টি টাই-আপ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র, ২০টি টাই-আপ সেকেন্ডারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র, ২৭টি টাই-আপ সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং ১০টি সুপার-স্পেশালিটি ডায়াগনোস্টিক সেন্টার সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়াও এই প্রকল্প ০১.১২.২০১২ তারিখ থেকে সিকিম রাজ্যের ২টি জেলায় একটি শাখা কার্যালয়, ২টি সার্ভিস ডিসপেনসারি এবং টাই-আপ সেকেন্ডারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের ব্যবস্থা সমেত ১১৯ জন নিয়োগকর্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে, যার সবকটি ইএসআইসি, কলকাতার আঞ্চলিক কার্যালয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এছাড়াও, এই রাজ্যে এমডিডিসি, ফলতা-এ মডেল সার্ভিস ডিসপেনসারি সমেত বিড়লাপুর এবং শ্যামনগরে মডেল শাখা কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে। সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ইসিএস-এর মাধ্যমে বীমাকৃত ব্যক্তিদের সুবিধা প্রদান করা হয়। তৎক্ষণাৎ অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সমস্ত শাখা কার্যালয়ে এবং আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ে মাসে একবার সুবিধা সমাগমের আয়োজন করা হয় ও নিয়োগকর্তাদের সাহায্যার্থে এবং কর্মীদের দ্রুত সুবিধা প্রদানের জন্য একশো শতাংশ কাজ অনলাইন করা হয়।

কর্মচারী রাজ্য বীমা নিগমে কম্পিউটারচালিত ব্যবস্থা

কর্মচারী রাজ্য বীমা নিগমের প্রতিটি কার্যাবলীর মূল উদ্দেশ্য হল, সারা দেশে সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত লাখ লাখ কর্মীদের একসূত্রে বাঁধা, যাতে দেশের যে কোনও স্থানের কর্মীদের সহজ থেকে সহজতর উপায়ে আরও বেশি সুবিধা দেওয়া যায়। এই প্রয়াসের অন্যতম হল কম্পিউটারচালিত ব্যবস্থা চালু করা। 'প্রোজেক্ট পঞ্চদীপ' নামে ২০০৯ সাল থেকে এই ব্যবস্থা চালু হয়। এই ব্যবস্থাই ই-গভর্ন্যান্স প্রকল্পের লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই প্রকল্পে বীমাকৃত ব্যক্তিকে দুটো পেহচান কার্ড দেওয়া হয় (একটি নিজের জন্য এবং অন্যটি পরিবারের সদস্যের জন্য), যার দ্বারা তিনি দেশের যে কোনও ইএসআই হাসপাতালে যে কোনও সময়ে নিজের এবং পরিবারের কোনও সদস্যের চিকিৎসার সুবিধা পেতে পারেন। শুধু তাই নয়, নিগমের ওয়েবসাইট www.esic.in থেকেও ঘরে বসে বীমাকৃত ব্যক্তি ও তাঁর পরিবারের যে কোনও সুবিধা যেমন, দাবির অবস্থা, প্রাপ্তব্য সুবিধা সম্পর্কে নানা তথ্য, কন্ট্রিবিউশনের পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ তথ্যাবলী জানতে পারছেন। আসলে, কর্মচারী রাজ্য বীমা নিগমের 'কম্পিউটারাইজেশন' প্রকল্প দেশের কর্মীদের আরও শক্তিশালী করে তুলেছে।

জীবনের নানা অনিশ্চয়তায় বহুবিধ সুবিধাদি

ক্রঃ নং	সুবিধাদি	যে সীমা এবং পরিমাণ পর্যন্ত সুবিধা পাওয়া যাবে
১.	**অসুস্থতাজনিত সুবিধা** (ক) অসুস্থতাজনিত সুবিধা	এক বছরে ৯১ দিনের জন্য গড় দৈনিক পারিশ্রমিকের ৭০% মূল্যে পরপর দুটি সুবিধাকালীন মেয়াদে ৯১ দিন পর্যন্ত।
	(খ) বর্ধিত অসুস্থতাজনিত সুবিধা	টিউবেকটমির জন্য ১৪ দিন এবং ভ্যাসেকটমির জন্য ৭ দিন, চিকিৎসাগত পরামর্শক্রমে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। দৈনিক গড় মজুরির ১০০% পর্যন্ত সুবিধা ।
	(গ) সম্প্রসারিত সুবিধাদি	১২৪ দিন, যা বীমাযোগ্য রোজগারের দুই বছরের মেয়াদে চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে দুই বছর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। হার ঃ আনুমানিক দৈনিক গড় মজুরির ৮০%।
২.	**অক্ষমতাজনিত সুবিধা** (ক) অস্থায়ী সুবিধা	অস্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ব থাকাকালীন। হার ঃ দৈনিক গড় মজুরির প্রায় ৯০%।
	(খ) স্থায়ী সুবিধা	জীবনভর এই সুবিধা পাওয়া যাবে। হার ঃ কর্মচারীদের রোজগারের ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল দৈনিক গড় মজুরির প্রায় ৯০%।
৩.	**নির্ভরশীলদের জন্য সুবিধা**	বিধবাদের ক্ষেত্রে জীবনভর অথবা পুনরায় বিবাহ করা পর্যন্ত। নির্ভরশীল শিশুদের ক্ষেত্রে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত। নির্ভরশীল মাতা-পিতার জন্য জীবনভর। হার ঃ দৈনিক গড় মজুরির প্রায় ৯০%, যা নির্দিষ্ট অনুপাতে ভাগ করে পাওয়া যাবে।
৪.	**প্রসবকালীন খরচ**	সাধারণ প্রসবের ক্ষেত্রে ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত, গর্ভপাতের ক্ষেত্রে ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত, চিকিৎসাগত সুবিধার জন্য ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। হার ঃ দৈনিক গড় মজুরির প্রায় ১০০%-এর সমান সমান।
৫.	**চিকিৎসা সুবিধা**	অসুস্থতা বা পঙ্গুত্ব থাকাকালীন সময়ের জন্য চিকিৎসাগত সম্পূর্ণ সুবিধা পাওয়া যাবে। এই খরচের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই। অবসর নেওয়ার আগে বা স্বেচ্ছাবসর নেওয়ার আগে বা প্রাক্-অবসরের পূর্বে অন্তত ৫ বছরের জন্য বীমাযোগ্য রোজগারের রোজগার করেছেন এরূপ অবসরপ্রাপ্ত বীমাকৃত ব্যক্তি এবং অক্ষম বীমাকৃত ব্যক্তি বার্ষিক কন্ট্রিবিউশন হিসেবে ১২০ টাকা জমা সাপেক্ষে কেবলমাত্র নিজের এবং স্ত্রীর/স্বামীর জন্য সম্পূর্ণ চিকিৎসার সুবিধা পাওয়ার যোগ্য।
৬.	**অন্যান্য সুবিধা** (ক) প্রসবকালীন খরচ	কেবলমাত্র দু'বার প্রসবের ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়া যাবে। হার ঃ প্রতিবার ঃ ৫০০০ টাকা (০১.১০.২০১৩ থেকে কার্যকর)।
	(খ) শেষকৃত্যের খরচ	বীমাকৃত ব্যক্তির শেষকৃত্যের জন্য খরচ পাওয়া যাবে। হার ঃ সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা সাপেক্ষে প্রকৃত ব্যয়।
	(গ) বৃত্তিগত পুনর্বাসন ভাতা	যতক্ষণ পর্যন্ত বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ না হচ্ছে। হার ঃ বাস্তবে নেওয়া চার্জ, বা প্রতিদিন ১২৩ টাকা, যেটা বেশি হবে।
	(ঘ) শারীরিক সংস্থাপন	যতক্ষণ পর্যন্ত বীমাকৃত ব্যক্তি কৃত্রিম অঙ্গ প্রদান কেন্দ্রে ভর্তি আছেন। হার ঃ দৈনিক গড় মজুরির ১০০%।
	(ঙ) কর্মহীন থাকাকালীন ভাতা (রাজীব গান্ধী শ্রমিক কল্যাণ যোজনা)	সারা জীবনে সর্বাধিক ১২ মাস। হার ঃ দৈনিক গড় মজুরির ৫০%।
	(চ) রাজীব গান্ধী শ্রমিক কল্যাণ যোজনা-র অন্তর্গত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	অল্প সময়ের জন্য – সর্বাধিক ৬ মাস পর্যন্ত।
৭.	**অসমর্থ ব্যক্তিকে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাদের উৎসাহমূলক যোজনা**	যেসব নিয়োগকর্তার অধীনে বীমাকৃত অক্ষম ব্যক্তি কাজ করেন, যার মাসিক পারিশ্রমিক প্রতি মাসে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত, এরূপ কর্মীর ক্ষেত্রে সরকার তিন বছরের জন্য নিয়োগকর্তার কন্ট্রিবিউশন প্রদান করবেন।

কর্মচারীদের প্রতি

যা করবেন ✓

- আপনার 'পেহচান' আইডেন্টিটি কার্ড সামাজিক সুরক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছে, এটিকে সাবধানে রাখুন, নষ্ট হতে দেবেন না।
- 'পেহচান' আইডেন্টিটি কার্ড হারিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে শাখা কার্যালয়ের ম্যানেজার/ ডিসপেন্সারির আইএমও ইন-চার্জকে জানান।
- দাবির সমস্ত ফর্ম সঠিকভাবে পূরণ করুন, ভুল এড়িয়ে চলুন।
- অস্থায়ী পঙ্গুত্বজনিত সুবিধা প্রাপ্তির মেয়াদ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মেডিক্যাল বোর্ডের কাছে পরীক্ষার জন্য আবেদন জানান।
- আপৎকালীন পরিস্থিতি ছাড়া অন্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে রেফারেল প্রক্রিয়া বেছে নিন, যেখানে সময় একটি বিশেষ ফ্যাক্টর।
- যদি আপনার কোনও অভিযোগ থাকে, আপনার শাখা কার্যালয়ের ম্যানেজার/ডিসপেন্সারির আইএমও ইন- চার্জের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, যাতে আপনার অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি হয়।
- যদি আপনাকে আপনার কর্মস্থল থেকে দূরে যেতে হয়, সেক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার থেকে বিধিবদ্ধ স্বাক্ষরিত ফর্ম-১০৫ পূরণ করে সঙ্গে নিয়ে যান। এতে আপনি যেখানেই থাকুন কর্মচারী রাজ্য বীমা নিগমের সুবিধা নিতে পারবেন।
- কর্মচারী রাজ্য বীমা নিগমের কর্মীদের সঙ্গে বিনম্র ব্যবহার করুন এবং তাঁদের থেকে সমুচিত ব্যবহার প্রত্যাশা করুন।

যা করবেন না ✗

- চিকিৎসার সুবিধা পাওয়ার জন্য আপনার ঘোষণা-ফর্মে এমন কোনও ব্যক্তির নাম লিখবেন না, যিনি এই সুবিধাপ্রাপ্তির দাবিদার নন।
- আপনার 'পেহচান' আইডেন্টিটি কার্ড কোনওভাবেই নষ্ট করবেন না বা কার্ডে কোনও রদবদল করবেন না।
- আপনার 'পেহচান' কার্ড অন্য কোনও ব্যক্তিকে দেবেন না।
- সুবিধা পাওয়ার জন্য অসুস্থতা বা চোট-আঘাতের মিথ্যা প্রমাণপত্র দাখিল করবেন না।
- আপনার ডাক্তারকে মিথ্যা প্রমাণপত্র দেওয়ার জন্য জোর করবেন না।
- প্রকল্প সম্পর্কিত কোনও কাজের জন্য দালালের সাহায্য নেবেন না।
- আপনার মেডিক্যাল সার্টিফিকেটে কোনওরকম রদবদল করবেন না।
- জন্ম/মৃত্যুর ক্ষেত্রে আপনার পরিবারের সদস্যের নাম যুক্ত করা/কেটে দেওয়ার ব্যাপারটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে ভুলবেন না।
- ইএসআই প্রকল্প সম্পর্কিত কোনও ফর্মের জন্য কাউকে টাকাপয়সা দেবেন না। এই ফর্ম সমস্ত ইএসআইসি অফিস থেকে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

অনুগ্রহ করে আপনার নিয়োগকর্তা/ম্যানেজমেন্টকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানান (নিয়োগকর্তার ক্ষেত্রে)

- সুস্থ কর্মচারী, সমৃদ্ধ ভারত।
- এই প্রকল্পে কর্মচারী সম্পর্কিত কর্মকার প্রতিকার অধিনিয়ম, ১৯২৩ প্রয়োগ করার জন্য ছাড় পাওয়া যাবে।
- বীমাকৃত মহিলাদের ক্ষেত্রে মেটারনিটি বেনিফিট আইন, ১৯৬১ প্রয়োগ করার জন্য ছাড় পাওয়া যাবে।
- ইএসআই আইন অনুসারে, কন্ট্রিবিউশনবাবদ জমা করা যেকোনও অর্থ আয়কর আইনের অধীনে 'আয়' হিসেবে গণনা করার সময় বাদ দেওয়া হবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক
ভারত সরকার
Ministry of Labour & Employment
Government of India

আঞ্চলিক কার্যালয়
কর্মচারী রাজ্য বীমা নিগম
Employees' State Insurance Corporation
পঞ্চদীপ ভবন, ৫/১, গ্রান্ট লেন, কলকাতা-৭০০০১২
ওয়েবসাইট: www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esicwestbengal.org
টোল ফ্রি : 1800 345 4454